# কলকাতায় নতুন আর্ট সেন্টার

ঝাঁ চকচকে আর্ট সেন্টার। তাতে দারুণ সব সুযোগসুবিধে। লিখছেন দেবলীনা ঘোষ

ইমামি আর্ট, কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটি বা কেসিসি-র উদ্বোধন হল সদ্য। ছ'তলা এই আর্ট সেন্টারে ঢোকা থেকেই চমক। দরজা দিয়ে ঢুকে এমন একটা সরু র‍্যাম্পে হাঁটতে হবে যা আপনার ভার অনুযায়ী প্রশস্থ হবে। এটি আন্তর্জাতিক শিল্পী নাসিয়া ইংলেসিসের ইনস্টলেশন 'ডিসওবিডিয়েন্স'। বাকি অংশটা জুড়ে চলছে পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, আমেদাবাদের এনআইডি-র প্রতিষ্ঠাতা দশরথ প্যাটেলের চিত্র প্রদর্শনী।

পুরো আর্ট সেন্টার ডিজাইন করেছেন আর্কিটেক্ট পিনাকিন প্যাটেল। যিনি কেসিসির ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টরও। এর ঠিক উপরের তলায় রয়েছে রেস্তোরাঁ। যেখানে আপনি লাইভ মিউজিক শুনতে শুনতে সুস্বাদু খাবার খেতে পারবেন। কাচের গ্লাস, কুশন বা স্টোল কিনতে চাইলে সেই সুযোগও রয়েছে। বিভিন্ন শিল্পীর ইনস্টলেশন, শিল্প প্রদর্শনীর জন্য রয়েছে ইন্টার‍্যাক্টিভ এক্সিবিশন স্পেস। বৈঠক বা আড্ডার জন্য বসার ব্যবস্থাও রয়েছে এখানে। এর ঠিক উপরের তলায় রয়েছে ছোটদের ক্রিয়েটিভিটি কর্ণার। এখানে লেখক দেবদত্ত পট্টনায়কের ভাবনায় অনুতা

পাটিল ভারতীয় মাইথোলজি নিয়ে কাজ করেছেন। যেখানে কল্পনা আর পুরাণ মিলিমিশে গিয়েছে। এর পরের তলায় রয়েছে কনজার্ভেশন স্টুডিও। মডিউলার ইভেন্টরুম থাকছে ঠিক এর উপরেই। যা আলোচনা, সেমিনার আর কথোপকথনের জন্য আদর্শ। আর থাকছে ডান্স স্টুডিও। কাচ ঘেরা দেওয়ালে সহজেই রিহার্সাল দিতে পারবেন। ছ'তলার ইনোভেশন

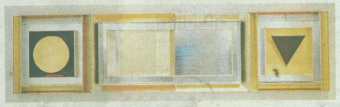

আর স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে রয়েছে দু'টি লাইব্রেরি। কেসিসি-র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর রিচা আগরওয়াল জানাচ্ছেন, 'আশা করব কেসিসি আর্টিস্ট, ডিজাইনার, কালেকটর, টিচার, কিউরেটর, ক্রিটিক্স— সবারই প্রিয় গন্তব্য হবে'। দেবদত্ত পট্টনায়কের বক্তব্য, 'আমাদের জীবনে বলিউড, হলিউড আর রাজনীতির প্রভাব অত্যন্ত বেশি। আমাদের সন্তানরা শিল্প বলতে বলিউড বোঝে। কিন্তু সত্যিকারের সৌন্দর্য না বুঝতে পারলে জীবন সুখের হবে না'। পদ্মভূষণ সিনোগ্রাফার, ডিজাইনার রাজীব শেঠির মতে

প্রাইভেট আর্ট সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে আমাদের দেশে। 'আমাদের এরকম জায়গা আরও দরকার। কারণ এই দেশে ক্রিয়েটিভ আর্ট স্পেস তেমন নেই'—বক্তব্য তাঁর। 'আগে মিউজিয়ামে আর্টের সংরক্ষণ আর প্রদর্শন হত। এখন সেটা আর্ট গ্যালারিগুলো করে থাকে।'—জানাচ্ছেন আর্কিটেক্ট পিনাকিন প্যাটেল।

এই আর্ট সেন্টারে চলবে নানা ইভেন্ট। সোমবার ছাড়া প্রতিদিনই এই সেন্টার খোলা থাকবে সকাল এগারোটা থেকে সন্ধে ছ'টা অবধি। কোনও প্রবেশ মূল্য নেই।

ছবি: সাত্ত্বিক পাল